দৈনিক ইনকিলাব
JAN. 25. 1999

73

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ কতিপয় সুপারিশ

মোহাম্মদ সেলিম রেজা

আমাদের দেশের চলতি শিক্ষা পদ্ধতি বিশেষ করে সরকারী-বেসরকারী মিলিয়ে গ্রাম ও শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়।

দ্বি, তৃ এবং চতুর্মুখী শিক্ষানীতির আদলে গড়া আজ আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা, তবে এ কথা বলাই বাহুল্য, আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি আজও স্বকীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত হয়ে পথচলা শুরু করতে পারেনি। অথচ সময়তালে চেনাজানা অনেক দেশই স্বকীয় ধারার নব উদ্বোধন করতে পারলেও আমরা পারিনি। এটা বড়ই আফসোসের বিষয়।

আগামী দিনের নাগরিকদের শিক্ষায়—জ্ঞানের আলোয় এবং ঐতিহ্য লালনের ধারক-বাহক হিসেবে গড়ে তোলার বা গড়ে উঠার যে স্বপ্ন-সাধনা তা তাই দিনে দিনে বুমেরাংই হয়ে যাচ্ছে। ফলে স্বাভাবিক ফল হিসেবে অনুন্নয়ন; অনগ্রসরতা; দারিদ্র্য; অজ্ঞতায় আমাদের পিছুটান সদাসর্বদা। একথাটা স্বীকৃত যে, প্রাথমিক শিক্ষাটাই মূলতঃ যে কোন শিক্ষার্থীর শিক্ষার ভিত্তি।

যে দেশের ভূ-তল সমৃদ্ধ দুর্লভ প্রাকৃতিক সম্পদে, দেশ জনগণের মৌল চাহিদার অংশ হিসেবে শিক্ষা বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার সংস্থান আজও করতে পারেনি। আমাদের ঐতিহ্যবিমুখ ও লক্ষ্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে যাবতীয় উদাসীনতা; খামখেয়ালীপনতা ও অব্যবস্থার দৌরাত্ম্যে প্রথমত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাটাই বেশী আক্রান্ত। দেশে সময় সময় রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর প্রাথমিক শিক্ষায় তত্ত্বীয় এবং চমৎকৃত করার মত লক্ষ-ঝক্ষের অবতারণা হলেও মৌল পরিবর্তন নেই। ফলে, স্বাধীনতার ২৭ বছর পরও দেশে লাখ লাখ শিশু এখনো প্রাইমারী স্কুলের দুয়ারেই পৌছতে পারেনি। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সরকারী নিবিড় তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ এবং যাবতীয় অবহেলা-অব্যবস্থাপনার মহাজটে আজ আক্রান্ত। আমাদের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর থেকেই প্রাথমিক স্কুল বা বিদ্যালয়সমূহকে সরকারীকরণ করা হয়। সরকারী হস্তক্ষেপে দেশের অনেক সেক্টরে ইতিবাচক পরিবর্তন ও মান অর্জিত হলেও প্রাথমিক শিক্ষার মূল কেন্দ্রস্থল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিবর্তন ও উন্নয়নের তেমন কোন ইতিবাচক দিক লক্ষ্য করা যায়নি। এজন্য সরকার পুরো দায়ী না হলেও অধিকাংশ দায়-দায়িত্ব বর্তায় সরকারের ওপরই।

K.G স্কুলসমূহের কথা বাদ দিলে বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিক শিক্ষালয় পরিচালনা সত্যিই এক কঠিন বিষয়। কারণ প্রাসঙ্গিক অবকাঠামোগত সংস্থান ও আর্থিক সহায়তার অভাবে বেসরকারী ব্যবস্থাপনা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না।

অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রুচিবোধ এবং অর্থ সম্পদের অধিকারী নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৈনন্দিন পর্যায় K.G স্কুল আজ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বাংলা ও ইংরেজীর স্বতন্ত্র মিডিয়ামে পরিচালিত এবং পদ্ধতিতে আধুনিকতায় সমৃদ্ধ উচ্চ অর্থের ডোনেশন ও বেতন প্রক্রিয়ায় এখানে স্বভাবতই কম অর্থশালীদের সন্তানরা স্থান পায় না। মেধার বহর থাকলেও অর্থাভাবসহ যাবতীয় আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধার অভাবে প্রকৃত মেধাবীরা এখানে স্থান পায় না।

বর্তমানে K.G পদ্ধতি মফস্বলে চালুর প্রক্রিয়া শুরু হলেও শহর-নগরে এ ব্যবস্থাটাই আজ রমরমা। ফল হিসেবে আজ তাই দেখা যাচ্ছে—ভিন্নমুখী ধারা ও নীতির কারণে শুরু থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্র থেকেই উদ্ভব হচ্ছে নানাবিধ শিক্ষিত শ্রেণীর। এতে নেট যা দেখছি তা হল এই উঁচু-নীচু ভেদাভেদের কট্টর মনমানসিকতা অর্থাৎ সংকীর্ণ বৈষম্য। ফলে, এক অবিভাজ্য ঐতিহ্য ধারার জাতীয় ঐক্যমতের অভাব অনিবার্য। কাজেই, দেশের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে এত অব্যবস্থাপনা এবং অনগ্রসরতার কারণগুলো চিহ্নিত করা দরকার। প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে জাতীয় প্রত্যাশার পূরণ না হওয়ার কারণসমূহ হল ঃ

(১). প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কীয় সুস্পষ্ট সর্বজনস্বীকৃত জাতীয় নীতিমালার ঘোষণা ও বাস্তবায়ন সংকট।

(২) প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে জাতীয় ঐতিহ্যের সংরক্ষণের অভাব।

(৩) যথাযথ কর্তৃপক্ষের যথাসময়ে স্কুলসমূহ অডিট ও ভিজিট জট।

(৪) যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রীর দারুণ অভাব।

(৫) নিয়োগকৃত শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রীর মৌল সমস্যার সমাধানে সরকারী প্রচেষ্টায় আন্তরিকতার অভাব।

(৬). অধিকাংশ প্রাইমারী স্কুলে স্থানীয় শিক্ষকের শিক্ষা পদ্ধতির কারণে পাঠদানে অবহেলাই লক্ষণীয়।

(৭) স্কুলসমূহে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাব।

(৮) থানা ও জেলা সদরের সাথে প্রতিষ্ঠানের অনুকূল যাতায়াতের অভাব।

(৯) সরকারী প্রাথমিক স্কুলসমূহে বিনামূল্যে বই বিতরণ, এর কর্মকাণ্ড এবং আনুষঙ্গিক সামগ্রী প্রদানকর্মে এক শ্রেণীর অধস্তন কর্মকর্তা ও কতিপয় শিক্ষকের অনিয়ম, দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতি।

(১০) উত্তম শিক্ষণ পদ্ধতির অভাব।

(১১) অনির্ধারিত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা।

(১২) শিক্ষক নিয়োগে যথার্থ পদ্ধতির অভাব।

(১৩) শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রীদের বদলী প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতি।

(১৪) শিক্ষক ও অভিভাবক সমন্বয়ের দারুণ অভাব।

(১৫) পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব।

(১৬) পৃষ্ঠপোষকতা ও স্থানীয় শিক্ষিত শ্রেণীর চরম উদাসীনতা।

(১৭) ফলাফল ও মেধা যাচাইয়ে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুকরণ অনুসরণ।

এখন প্রাথমিক শিক্ষার কাংক্ষিত মান উন্নয়নকল্পে কিছু প্রস্তাবনা যেমন ঃ

(১) প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকারী ভর্তুকি, স্থানীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও ছাত্র/ছাত্রী অনুপাতে বাড়ানো দরকার।

(২) শিক্ষিত শ্রেণীর মাঝ থেকে প্রকৃত মেধাবীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রাসঙ্গিক সমস্যার সমাধান।

(৩) সরকারী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বেসরকারী স্থানীয় সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে নিয়মিত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও মূল্যায়ন সাপেক্ষে ক্যাটাগরি স্বীকৃতি। এতে জরিমানা ও পুরস্কারের ব্যবস্থাকরণ।

(৪) কমপক্ষে সহকারী শিক্ষকদের দুই বছর ও প্রধান শিক্ষকদের তিন বছর পর পর স্কুল পরিবর্তন প্রক্রিয়া চালু করা দরকার।

(৫) জনমতের ভিত্তিতে দেশে একমুখী প্রাথমিক শিক্ষা নীতি চালুকরণ।

(৬) প্রতি তিন মাস অন্তর শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।

(৭) প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে সরকারী প্রচেষ্টায় আভ্যন্তরীণ প্রতিবেদন সংগ্রহ ও তার প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাগ্রহণ।